কর্মাতীত স্থিতির জন্য
সঙ্কীর্ণ করার এবং অন্তর্লীন করার শক্তির আবশ্যকতা

আওয়াজের ঊর্ধ্বে নিজের স্থিতি অনুভব করো ? সেই শ্রেষ্ঠ স্থিতি হলো সকল ব্যক্ত আকর্ষণের ঊর্ধ্বে শক্তিশালী অনুপম এবং প্রিয় স্থিতি । শুধু এক সেকেন্ডে এই স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাও তো এর প্রভাব সারাদিন কর্ম করাকালীন নিজের মধ্যে শান্তির শক্তি অনুভব করবে । এই স্থিতিকে কর্মাতীত স্থিতি, বাবা সমান সম্পূর্ণ স্থিতি বলা হয়ে থাকে । এই স্থিতি দ্বারা সর্ব কার্যে সফলতার অনুভব করতে পারো । এইরকম শক্তিশালী স্থিতি অনুভব করো ? ব্রাহ্মণ জীবনের লক্ষ্য হলো কর্মাতীত স্থিতি প্রাপ্ত করা । সুতরাং, এই লক্ষ্যকে প্রাপ্ত করার আগে যদি তোমরা এখন থেকে এই অভ্যাসে থাকো তবেই লক্ষ্যকে প্রাপ্ত করতে পারবে । এই লক্ষ্যকেই প্রাপ্ত করার জন্য তোমার নিজের মধ্যে সঙ্কীর্ণ করার শক্তি এবং অন্তর্লীন করার শক্তি বিশেষভাবে আবশ্যক । কেননা বিকারী জীবন এবং ভক্তির জীবন এই দুইয়ের মধ্যে জন্ম-জন্মান্তর ধরে বুদ্ধিকে বিস্তারের ভুলপথে চালনার সংস্কার অতি দৃঢ় হয়ে যায় । অতএব, এইভাবে বিস্তারের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো বুদ্ধিকে সার রূপে স্থিত করার জন্য এই দুই শক্তির আবশ্যকতা আছে । তোমরা দেখবে, শুরু থেকে দেহভাবের বিস্তারের কত ভ্যারাইটি আছে । সেগুলো তো জানো, তাই না ! "আমি বাচ্চা, আমি যুবা, আমি বৃদ্ধ । আমি অমুক - অমুক অক্যুপেশনের সঙ্গে যুক্ত ।" এইরকম দেহের স্মৃতির বিস্তার কত আছে ! তারপরে যখন তোমরা সম্বন্ধে আসো কত বিস্তার ! কারও বাচ্চা তো কারও বাবা, সম্বন্ধে কত বিস্তার ! সেইসবের বিস্তারের বর্ণনার কোনও প্রয়োজন নেই কারন তোমরা জানো । একইভাবে দেহের জন্য 'স্ব'-এর অর্থাৎ প্রাপ্ত বস্তুর কত বিস্তার ! ভক্তিতে দেবী-দেবতাদের তুষ্ট করার কত বিস্তার ! তাদের লক্ষ্য 'এক'কে পাওয়ার কিন্তু এখনও যে বিধি তারা অনুসরণ করে তাতে তারা 'বহু'র সাধনে উদ্দেশ্যহীন হয়ে ঘুরে বেড়ায় । এত সবরকমের বিস্তারকে সাররূপে নিয়ে আসার জন্য তোমাদের সঙ্কীর্ণ করার এবং অন্তর্লীন করার শক্তি প্রয়োজন । সবরকম বিস্তারকে তোমরা এক শব্দের মধ্যে নিমজ্জিত করো । কি সেই শব্দ ? বিন্দু । আমি বিন্দু, বাবাও বিন্দু । সারা সংসার এক বাবা, বিন্দুর মধ্যে ডুবে আছে । এতো তোমরা খুব ভালোভাবে অনুভব করেছ, তাই না ! সংসারে এক তো হলো সম্বন্ধ আর দ্বিতীয় হলো সম্পত্তি । উভয় বিশেষত্ব বাবা, বিন্দুর মধ্যে অন্তর্লীন হয়ে আছে । 'এক'-এর সাথে তোমরা সর্ব সম্বন্ধ অনুভব করেছ ? সর্বসম্পত্তির প্রাপ্তি সুখ, শান্তি, প্রেম, আনন্দ এও অনুভব করেছ নাকি এখনো সেটা অনুভব করতে হবে ? তাহলে কি হয়েছে ? বিস্তার সার অংশে অন্তর্লীন হয়েছে, তাই না ? নিজেকে জিজ্ঞাসা করো, অনেক রকমের বিস্তারে আমার বুদ্ধি যে পথভ্রষ্ট হয়েছিল, সঙ্কীর্ণ করার শক্তির আধারে 'এক'-এ একাগ্র হয়েছে ? নাকি এখনও কোনও বিস্তারে লক্ষ্যহীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ! সঙ্কীর্ণ করার শক্তি আর অন্তর্লীন করার শক্তির প্রয়োগ করেছ ? নাকি সেই শক্তিগুলোর শুধু নলেজ আছে ! যদি তোমরা জানো কিভাবে এই দুই শক্তির প্রয়োগ করতে হয় তবে তার লক্ষণ তোমরা যেখানে চাও বুদ্ধি সেকেন্ডে সেখানে স্থিত হয়ে যাবে । যেমন স্থূল যানে (গাড়ীতে) পাওয়ারফুল ব্রেক হয়, তুমি যখন চাও এক সেকেন্ডে এটা থামাতে পারো । যেখানে চাও সেখানে গাড়ীকে সেই দিশাতে নিয়ে যেতে পারো । ঠিক এইভাবেই তোমরা নিজেদের মধ্যেও এই শক্তি অনুভব করছ নাকি এখনও একাগ্র হওয়ায় সময় লাগে ? নাকি ব্যর্থ থেকে সমর্থের দিকে বুদ্ধিকে সরাতে তোমাদের মেহনত লাগে ? সেক্ষেত্রে তোমাদের বুঝতে হবে যে এই দুই শক্তিরই খামতি আছে । সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ জীবনের

বিশেষত্ব হলো সাররূপে স্থিত হওয়া, সদা সুখ শান্তির, খুশির, জ্ঞানের, আনন্দের দোলায় দুলতে থাকা। সর্বপ্রাপ্তির সম্পন্নস্বরূপ হয়ে অবিনাশী নেশায় স্থিত থাকো। তোমার চেহারায় যেন শুধু প্রাপ্তিই বিকশিত হয় এবং সেই প্রাপ্তির নেশা এবং ঝলক যেন দৃশ্যমান হয়। স্থূল সম্পদে পরিপূর্ণ রাজত্ব প্রাপ্তকারী রাজাদেরও পর্যন্ত দ্বাপর যুগের আদিতে তা' ঝলক দিত। এখানে তো অবিনাশী প্রাপ্তি। তাহলে কতখানি রূহানী ঝলক এবং নেশা তোমাদের চেহারায় বিকশিত হবে ? এইরকম তোমরা অনুভব করো ? নাকি শুধু সেই অনুভব সম্বন্ধে শুনেই খুশি হও ? পাণ্ডব সেনারা বিশেষ, তাই না ! পাণ্ডব সেনাদের দেখে বাবা অবশ্যই পুলকিত হন। ছবিতে পাণ্ডবদের বিশেষত্ব সদা বিক্রমশালী দেখানো হয়, কমজোর নয়। তোমরা তো তোমাদের স্মৃতিচিহ্নের ছবি দেখেছ, তাই না ? ছবিতেও তো মহাবীরের ছবি দেখানো হয়েছে। সুতরাং বাপদাদা তোমাদের অর্থাৎ সব পাণ্ডবদের বিশেষভাবে সদা বিজয়ী হওয়ার, সদা বাবার সাথী হওয়ার অর্থাৎ পাণ্ডবপতির সাথী, সদা বাবা সমান মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্থিতিতে স্থিত হওয়ার এই বিশেষ স্মৃতির বরদান দিচ্ছেন। যদিও নতুনেরা এসে গেছ, তবুও তোমরা কল্প পূর্বের সেই একই অধিকারী আত্মা, এইজন্য সদা নিজের সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত করতে হবে - এই নেশা এবং নিশ্চয় সদা বজায় রেখো। বুঝেছ তোমরা ? আচ্ছা !

সদা সেকেন্ডে বুদ্ধিকে একাগ্র করে সর্বপ্রাপ্তির অনুভব করে, সদা সর্বশক্তিকে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োগ করে, সদা এক বাবার মধ্যে সারা সংসার অনুভব করে, এইরকম সম্পন্ন এবং সমান শ্রেষ্ঠ আত্মদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

গ্রুপের সাথে

১) অধরকুমারদের সাথে :- এমন শ্রেষ্ঠ ভাগ্য কখনো নিজের জন্য ভেবেছিলে ? এমনকি তোমরা আশাও করনি যে এমন শ্রেষ্ঠ ভাগ্য কখনো তোমাদের প্রাপ্ত হতে পারে ! যাই হোক, আশাহীন আত্মাদের বাবা আশাবাদী বানিয়েছেন। নিরাশার সময় এখন সমাপ্ত হয়ে গেছে। এখন প্রতি পদে তোমাদের আশা থাকে, তোমাদের জন্য নিশ্চয় সফলতা। এই সঙ্কল্প তো আসেনা, জানিনা সফল হবো কি হবোনা ! যেকোন কার্যে, নিজের জন্য পুরুষার্থের হোক বা সেবায়, উভয় ক্ষেত্রেই নিরাশার সংস্কার যেন সমাপ্ত হয়ে যায়। যেকোন সংস্কার তা' কামেরই হোক বা লোভের অথবা অহংকারের, পরিবর্তনে যেন হতাশা না আসে। কখনো মনে কোরোনা যে তুমি নিজেকে পরিবর্তন করতে পারছনা, এটা পরিবর্তন করা তো খুব মুশকিল। কখনো এমন সঙ্কল্পও যেন মনে না আসে, কারণ এখন যদি নিজেকে পরিবর্তন না করো তবে কখন তা' করবে ? এখন দশহরা, তাই না! সত্যযুগে তো দীপমালা হয়ে যাবে। রাবনকে শেষ করার দশহরা এখন। বিজয়ের প্রবল উদ্যম এবং উৎসাহ যেন সদা থাকে। নিরাশার সংস্কার নয়। যে কোনও কঠিন কার্য এত সহজ অনুভব হয় যেন এটা কোনো বড় ব্যাপারই নয়, কারণ সেই কাজ পূর্বে তোমরা অনেকবার করেছ। কোনো নতুন কিছু করছ না। কয়েকবার করা জিনিসই শুধুমাত্র রিপিট করছ। সুতরাং, সদা আশাবাদী। নিরাশার কোনো লেশমাত্র যেন না থাকে। তোমার কোনও স্বভাব, সংস্কার সম্বন্ধে যেন এমন সঙ্কল্প না আসে যে, 'জানিনা পরিবর্তন হবে কি হবেনা।' তোমরা সদা বিজয়ী, কখনো কখনো'র নও। তোমার স্বপ্নেও যদি কোনো খামতি থাকে তবে সদাসর্বদার জন্য সমাপ্ত করে দিতে হবে। নিরাশাকে সদা আশায় বদলে দাও। নিশ্চয় অটুট তো বিজয়ও অনিবার্য। নিশ্চয়ের মধ্যে যখন 'কেন' 'কি' এসে যায় তখন বিজয় অর্থাৎ প্রাপ্তিতেও কিছু না কিছু কম পড়ে যায়। সুতরাং , তোমরা সদা আশাবাদী এবং সদা বিজয়ী। তোমরা সদাকালের জন্য নিরাশাকে আশায় পরিবর্তনকারী।

২) নিজেকে সদা সঙ্গমযুগী শ্রেষ্ঠ আত্মা, পুরুষোত্তম আত্মা বা ব্রাহ্মণ উষ্চশিখর মনে করো ? এখনই পুরুষোত্তম হয়ে গেছ, তাই না! দুনিয়ায় আরও পুরুষ আছে কিন্তু তাদের তুলনায় তোমরা অনুপম এবং বাবার প্রিয় হয়ে গেছ, এইজন্য তোমরা পুরুষোত্তম হয়ে গেছ । অন্যদের মাঝে নিজেকে অলৌকিক মনে করো, তাই না ! লৌকিক আত্মাদের সাথে সম্পর্কে আসলেও তোমরা তাদের মধ্যে থেকেও তোমরা যে অনুপম এটা অবশ্যই কখনো ভোলা উচিৎ নয়, তাই না ! কারণ তোমরা হংস হয়েছ, জ্ঞানের মোতি কুড়ানি পবিত্র হংস । তারা অশুদ্ধ ভোজনকারী সারস । তারা অশুদ্ধ ভোজনই খায় আর শুধু মন্দ কথাই বলে ।সুতরাং সারসদের মাঝে থেকে নিজের পবিত্র হংসের জীবন কখনো ভুলে যাও না তো ? কখনো সেসবের প্রভাব পড়ে না তো ! কার্যতঃ, তোমাদের প্রভাব তাদের ওপর পড়া উচিৎ, তাদের প্রভাব তোমাদের ওপর নয় । তাহলে তোমরা নিজেদের সদা হোলিহংস মনে করো ? হোলিহংস কখনও তার বুদ্ধিতে জ্ঞানের মোতি ব্যতীত অন্যকিছু গ্রহণ করতে পারেনা । ব্রাহ্মণ আত্মারা যারা উষ্চ, শিখা, তারা কখনও নিচের কোনকিছু স্বীকার করতে পারেনা । তোমরা সারস থেকে হংস হয়েছ । হোলিহংস সদা স্বচ্ছ, সদা পবিত্র । পবিত্রতাই স্বচ্ছতা । হংস সদা স্বচ্ছ, সদা সাদা । সাদা স্বচ্ছতা এবং পবিত্রতারও চিহ্ন । তোমাদের ড্রেসও সাদা । এটা পিওরিটির চিহ্ন । যদি কোনরকম অপবিত্রতার লক্ষণ থাকে তাহলে সে হোলিহংস নয় । হোলিহংস অশুদ্ধ সঙ্কল্প পর্যন্ত করতে পারেনা । সঙ্কল্পও বুদ্ধির ভোজন । যদি অশুদ্ধ বা অপ্রয়োজনীয় ভোজন করো, তোমরা সদা স্বাস্থ্যবান থাকতে পারবেনা । অপ্রয়োজনীয় জিনিসকে ছুঁড়ে ফেলা হয়, জমিয়ে রাখা হয়না । এইজন্য ব্যর্থ সঙ্কল্পকে সমাপ্ত করো, এটাই হোলিহংস হওয়া বলা হয় । আচ্ছা ।

পাণ্ডবদের সাথে :- পাণ্ডব অর্থাৎ যারা তাদের সঙ্কল্পে এবং স্বপ্নেও পরাজিত নয় । বিশেষভাবে এই স্লোগান মনে রাখতে হবে পাণ্ডব অর্থাৎ সদা বিজয়ী । যেন জয়েরই স্বপ্ন আসে । এতটাই পরিবর্তন হতে হবে । তোমরা যারা এখানে বসে আছ সবাই বিজয়ী পাণ্ডব । তোমরা কর্মস্থলে ফিরে গিয়ে হেরে গেছ বলে পত্র লিখবে না ! মায়া আসেনা কিন্তু তোমরা তাকে নিজেরা ডাকো । দুর্বল হওয়া অর্থাৎ মায়াকে ডাকা । সুতরাং যেকোনো রকমের দুর্বলতা মায়াকে ডাকে । তাহলে পাণ্ডবরা তোমরা কি প্রতিজ্ঞা করেছ ? সদা তোমরা বিজয়ী থাকবে । পরাজিত হয়ে লুকিও না, কিন্তু সবসময় বিজয়ী হয়ে থেকো । এইরকম প্রতিজ্ঞাকারীর সদা বাপদাদার অভিনন্দনের প্রাপ্তি করতেই থাকো । বাবা সদা এইরকম বাচ্চাদের জন্য বাহ্ বাহ্ গীত গাইতে থাকেন । সুতরাং তোমরা সবাই মহিমা গীত শুনবে, তাই তো ? যদি পরাজয় হয় তবে মর্মান্তিক যন্ত্রণার কান্না হবে, সেক্ষেত্রে বিজয়ী হলে মহিমা হবে । তাহলে তোমরা সবাই বিজয়ী । এই গ্রুপের একজনও পরাজিত হবেনা । আচ্ছা - ওম্ শান্তি ।

মাস্টার দাতা হও (অব্যক্ত মহাবাক্য)

বাপদাদা এখন বাচ্চাদের কাছে এটাই চান প্রত্যেক বাচ্চা মাস্টার দাতা হোক । বাবার থেকে যা নিয়েছ তা' অন্যদের দাও । আত্মাদের থেকে নেওয়ার ভাবনা রেখোনা । দয়াময় হয়ে সকলকে নিজের গুণের, শক্তির সহযোগ দাও, উদার চিত্ত হও । যত তোমরা অন্যকে দেবে ততই বাড়তে থাকবে । বিনাশী ধনদৌলত দেওয়াতে কমে যায় কিন্তু অবিনাশী ধনদৌলত দেওয়ায় বৃদ্ধি হয় - এক দাও আর হাজার পাও ।

মাস্টার দাতা অর্থাৎ সদা ভরপুর, সম্পন্ন । যারা অনুভূতির ধনভান্ডারে সম্পন্ন হবে, সেই সম্পন্ন মূর্তি স্বতঃই মাস্টার দাতা হয়ে যাবে । দাতা অর্থাৎ সেবাধারী । দেওয়া ব্যতীত দাতা থাকতে পারেনা । তার দয়ার গুণ দ্বারা সে নির্বল আত্মাদের সাহস এবং শক্তি দেবে । এইরকম আত্মারা মাস্টার সুখদাতা হবে । সদা এই স্মৃতি রেখো যে তোমরা সুখদাতার বাচ্চা মাস্টার সুখদাতা । যারা দাতা, তাদের কাছে আছে বলেই তো তারা দেবে । যদি কারও কাছে নিজের খাওয়ার জন্যই কিছু না থাকে, তবে সে কিভাবে দাতা হবে ? এই কারণে যেমন বাবা তেমন বাচ্চা । বাবাকে সাগর বলা হয় । সাগর অর্থাৎ বেহদ, কখনো শেষ হয়না । একইভাবে, তোমরা মাস্টার সাগর, নদী –নালা নও । সুতরাং, বাবা সমান নিঃস্বার্থ ভাবনা থেকে দিতে থাকো । অশান্তির সময় মাস্টার শান্তি –দাতা হয়ে অন্যদেরও শান্তি দাও । ঘাবড়ে যেওনা, কারণ তোমরা জানো যে, যা হচ্ছে তা' ভালো আর যা হওয়ার আছে তা' আরও ভালো । বিকারের বশীভূত হয়ে মানুষ লড়াই করতে থাকবে, কারণ তারা এই কাজই করতে পারে । যাই হোক, তোমাদের কর্তব্য এইরকম আত্মাদের শান্তি দেওয়া কেননা তোমরা বিশ্ব কল্যাণকারী । বিশ্ব কল্যাণকারী আত্মারা সদা মাস্টার দাতা, সর্বদা দিতে থাকে । সবাইকে সহযোগ, স্নেহ, সহানুভূতি দেওয়াই হলো নেওয়া ।

বর্তমান সময়ে সবার অবিনাশী খুশির আবশ্যকতা আছে । খুশির জন্য সকলেই তৃষ্ণার্ত আর তোমরা দাতার বাচ্চা । দাতার বাচ্চাদের কাজ হলো দেওয়া । যারাই সম্পর্ক সম্বন্ধে আসুক তাদেরকে খুশি বিলিয়ে দাও, অবিরত দিতে থাকো । এমন ভরপুর হও যাতে খালি হাতে কেউ না যায় । এখন সারা বিশ্বের আত্মারা সুখ শান্তির জন্য তোমাদের কাছে এসে বলবে । তোমরা দাতার বাচ্চারা মাস্টার দাতা হয়ে সকলকে উন্নতিশীল বানাতে হবে । সুতরাং, সর্বাগ্রে নিজেদের ধনভাণ্ডার সদা ধনদৌলতে পূর্ণ করতে থাকো । সঙ্গমযুগে তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারা অনন্ত এবং অখন্ড মহাদানী হও । নিরন্তর স্মৃতিতে রাখো যে আমি দাতার বাচ্চা অখন্ড মহাদানী আত্মা । যে কোনো আত্মা তোমার সামনে আসুক, সে অজ্ঞানী হোক বা ব্রাহ্মণ, কিছু না কিছু সবাইকে দিতে হবে । রাজার অর্থই হলো দাতা । এক সেকেন্ডও দান দেওয়া ব্যতীত থাকতে পারেনা । ব্রাহ্মণ আত্মাদের আগে থেকেই জ্ঞান থাকে কিন্তু তাদের প্রতি দুই প্রকারে দাতা হও– ১) যে আত্মার যে শক্তির আবশ্যকতা থাকে, সেই আত্মাকে মন্সা দ্বারা শুদ্ধ বৃত্তি, ভাইব্রেশন দ্বারা শক্তির দান অর্থাৎ সহযোগ দাও । ২) কর্ম দ্বারা নিজের জীবনে গুণমূর্ত হয়ে প্রত্যক্ষ স্যাম্পল হয়ে অন্যদের সহজ গুণ ধারণ করার সহযোগ দাও । দানের অর্থ হলো সহযোগ দেওয়া ।

বর্তমান সময়ে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ কর্ম দ্বারা গুণদাতা হওয়া আবশ্যক । সুতরাং সঙ্কল্প করো যে আমাকে সদা গুণমূর্ত হয়ে সকলকে গুণমূর্ত বানানোর বিশেষ কর্তব্য করতেই হবে । জ্ঞান অনেক আছে, এখন গুণ ইমার্জ করে, সর্বগুণ সম্পন্ন হওয়ার এবং অন্যকে বানানোর একজাম্পল হও । তোমরা দাতার বাচ্চা, সুতরাং তারা যা চায় তাই দিতে থাকো । কেউই যেন খালি হাতে ফেরৎ না যায় । অফুরন্ত তোমাদের ঐশ্বর্য ভান্ডার । কেউ সুখ চায়, কেউ স্নেহ চায় কেউ চায় শক্তি, নিরন্তর দিতে থাকো । বাচ্চারা এখন তোমাদের মধ্যে এই শুভ সঙ্কল্প ইমার্জ হোক যে দাতার বাচ্চা হয়ে সব আত্মাদের বরসা লাভ করার নিমিত্ত হতে হবে, কেউ যেন বঞ্চিত না থাকে । তোমাদের সামনে যেমনই আত্মা আসুক, তারা তো অন্ততঃ বাবার । তোমরা দাতার বাচ্চা, সুতরাং দিলদরিয়া হয়ে বিলিয়ে দাও । যারা অশান্তি, দুঃখের মধ্যে দিশাহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা তোমাদের পরিবার । পরিবারকে সহযোগ দেওয়া হয়ে থাকে । সুতরাং বর্তমান সময় মহাদানী হওয়ার জন্য ক্ষমাশীল

হওয়ার বিশেষ গুণ ইমার্জ করো । কারও থেকে কিছু নেওয়ার ইচ্ছা রেখোনা যে, কেউ ভালোভাবে কথা বললে, মান দিলে একমাত্র তখনই তুমি দেবে । না; মাস্টার দাতা হয়ে বৃত্তি দ্বারা, ভাইব্রেশন দ্বারা, বাণী দ্বারা দিতে থাকো । বেহদের দাতা হয়ে ওয়ার্ল্ডের গোলকের ওপরে দাঁড়াও এবং তোমাদের ভাইব্রেশন ছড়িয়ে বেহদের সেবা করো । মহান দাতা হও । বেহদে যাও তাহলে হদের সবকিছু স্বতঃই সমাপ্ত হয়ে যাবে । আচ্ছা ।

বরদানঃ- পবিত্রতার বিশেষ ধারণার দ্বারা অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করে ব্রহ্মচারী ভব

ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষ ধারণা হলো পবিত্রতা, যা নিরন্তর অতীন্দ্রিয় সুখ আর সুইট সাইলেন্সের বিশেষ আধার । পবিত্রতা শুধু ব্রহ্মচর্য নয়, বরং ব্রহ্মচারী অর্থাৎ প্রতি পদে ব্রহ্মাবাবার শিক্ষার পদাঙ্ক অনুসরণ করা । তোমার প্রতিটা সঙ্কল্প, বোল এবং কর্মরুপী পদক্ষেপ যেন ব্রহ্মাবাবার পদচিহ্নের ওপর হয় । এইরকম ব্রহ্মচারী যারা তাদের চেহারা আর চলন, সদাই অন্তর্মুখী এবং অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি করাবে ।

স্লোগানঃ- সেবায় যাদের আচরণে ত্রিকালদর্শী হওয়ার সেন্স এবং রুহানিয়তের এসেন্স থাকে তারাই সার্ভিসেবল হয় ।